তারিখ ... 1 APR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক খবর

17

পরীক্ষায় দুর্নীতি বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আসন্ন ঈদুল ফিতরের পর অনুষ্ঠিতব্য মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষায় দুর্নীতিরোধকল্পে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে। খবর তথ্য বিবরণীর।

কমিটিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংসদ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা বোর্ডের প্রতিনিধিগণ রয়েছেন। কমিটি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সভায়

শেষ পৃষ্ঠায় ৭ম কলামে

পরীক্ষায় দুর্নীতিরোধে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মিলিত হয়ে উপযুক্ত সংখ্যক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তাসহ প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করেছেন ও তা নিরসনকল্পে অতি সত্বর সুপারিশ পেশ করবে। এই সকল সুপারিশের আলোকে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে আরও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। কমিটি পর্যাপ্ত সময় সাপেক্ষে বর্তমান 'পাবলিক একজামিনেশন সিস্টেম'-এর কোন সুষ্ঠু বিকল্প ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ করা যায় কি না তা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করছে।

কমিটি এবারের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে তা বিতরণ পর্যন্ত এর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষায় কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে এবং এটা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতে কোন পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে তার জন্য কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রত্যেক পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য জেলা সদরে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা ও অন্যান্য কেন্দ্রের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে 'কেন্দ্র কমিটি' থাকবে। জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেন্দ্র তত্ত্বাবধায়ক ও কেন্দ্র সচিবগণ পরীক্ষা কেন্দ্রে সুষ্ঠু পরীক্ষা অনুষ্ঠানে এবং শিক্ষকদের সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা বিধান করবেন। নকল সরবরাহ রোধকল্পে কোন বহিরাগত যাতে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেজন্য কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে অননুমোদিত কোন ব্যক্তির চলাচল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করা হবে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত থাকবেন। কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস এমনভাবে করা হবে যাতে চলাকালীন সময়ে একে অপরের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে না পারে অথবা একে অপরের উত্তরপত্র দেখতে না পারে। প্রতি ১৫ জন পরীক্ষার্থীর জন্য একজন করে কক্ষ পরিদর্শক থাকবে।

পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শক্তিশালী ভিজিলেন্স টীম গঠন করা হবে। এছাড়া শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ভিজিলেন্স টীম পূর্ব সংবাদ না দিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে পরিদর্শন করবে।

পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোন শৈথিল্য দেখা গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠান ব্যাহত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অনুদান বন্ধ করে দেয়া হবে ও প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রসমূহ বাতিল করা হবে।

পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণকারী ও দুর্নীতিতে সহায়তাদানকারীদের অথবা যারা সুষ্ঠু পরীক্ষা পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) অধ্যাদেশের ৩, ৬, ৮, ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ ধারার বিধান অনুসারে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এসকল শাস্তির মধ্যে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড ও অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ড বিধান আছে।

আসন্ন পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠানের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও ব্যবস্থাদি যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় এজন্যে সংশ্লিষ্ট সকল মহল বিশেষ করে জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ প্রকৃত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বোচ্চভাবে সহায়তা প্রদান ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসবেন বলে সরকার দৃঢ় আশা পোষণ করছে।